Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵৹ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।৹ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

নগদ মূল্য /৹ এক আনা।।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

হাতে কাটা
বিশুদ্ধ পৈতা
পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

চক্রবর্ত্তী সাইকেল ষ্টোর
সাইকেল, টায়ার, টিউব, হাসাগ, গ্রামোফোন
প্রভৃতি পার্টস্ বিক্রেতা ও মেরামতকারক।
নির্দ্ধারিত সময়ে সাইকেল সরবরাহ করা হয়।
রঘুনাথগঞ্জ মেছুয়াবাজার (কদমতলা)

৪২শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১৯শে পৌষ বুধবার ১৩৬২ ইংরাজী 4th Jan. 1956 | ৩২শ সংখ্যা

নূতন বীমার কাজে
বিপুল সাফল্য
১৯৫৪ সালে
৩০ কোটি টাকার উপর

জাতীয় প্রতিষ্ঠানরূপেই **হিন্দুস্থানের** প্রতিষ্ঠা এবং গত ৪৮ বৎসর ধরিয়া জাতীয় প্রতিষ্ঠানরূপেই ইহা গড়িয়া উঠিয়াছে। আজ উচ্চ হইতে উচ্চতর স্থানে অধিষ্ঠিত হইয়া ইহা নূতন গৌরব অর্জন করিয়াছে এবং দেশ ও দশের সেবায় কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় এক মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে। এই সাফল্যের মূলে রহিয়াছে ত্রিবিধ নিরাপত্তার ভিত্তি:

★ *সুষ্ঠু ও সুচিন্তিত পরিচালনা ;*
★ *জনসাধারণের অবিচলিত আস্থা ;*
★ *লগ্নী ব্যাপারের নিরাপত্তা*

বোনাস { আজীবন বীমায় ১৭৷৹
মেয়াদী বীমায় ১৫৲ }
প্রতি বৎসর প্রতি হাজার টাকার বীমায়।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড
হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্
৪ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৭শে পৌষ বুধবার সন ১৩৬২ সাল।

পুরাতনের বিদায় ও নূতনের অভ্যর্থনা

—০—

গত ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দ চিরতরে মহাকালের সহিত মিলিত হইল। ১৯৫৪ অব্দের নিকট কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া এক বৎসর স্থিতিকাল মধ্যে নানা প্রকার শুভ ও অশুভ ঘটনার প্রশংসা ও নিন্দার পাত্র হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে জমিদারী প্রথা লোপ কাহারও মতে শুভ ও কাহারও মতে অশুভ ঘটনা বলিয়া স্মরণীয় হইয়া রহিল। রুচিভেদে এই প্রভেদ হইয়া থাকে।

একজন পল্লীবাসী বৃদ্ধ ইহার অশুভত্ব সম্বন্ধে একটি গল্প বলিতেছিলেন—তিনি বলেন, তাঁহারা একটি বার্ষিক পাঁচ হাজার টাকা আয়ের ছোট জমিদারের প্রজা। জমিদার গৃহিণী পুকুর ঘাটে স্নান করিতে যান। নিজে বয়স্থা কাজেই মেয়েদের স্নানের ঘাটে সকলের সঙ্গে আলাপ করার কোন আপত্তি তাঁর ছিল না। একদিন তিনি ঘাটে সদ্য-বিধবা এক তরুণীকে তার শিশু পুত্রকে কোলে লইয়া স্নানে আসায় জিজ্ঞাসা করলেন—বাড়ীতে এমন কেউ নাই, যে ছেলেটিকে নিয়ে থাকে? তরুণী কাঁদো কাঁদো হ'য়ে উত্তর দিল—কেউ নাই মা যার কাছে একটু রেখে আসবো। আজ ছ'মাস কপাল পুড়েছে, হতভাগাকে আর দেখবার কেউ নাই মা। একে কোলে নিয়ে দুখ মেহনৎ করি। জমিদার গিন্নী—জমি জমা নাই কিছু? আছে মা। উনি নিজে হাতে আবাদ করতেন। রাজার রাজস্ব দিয়ে পেটের ভাতের চাল হতো মা। ভাগে আবাদ করাই, অর্দ্ধেক পাই, তাতেও চলে না। একে কোলে নিয়ে দু'তিন বাড়ীর ঢেঁকিতে ধান ভাঙি তাতেই চলে। জমিদার গিন্নী কপালে হাত দিয়ে বল্লেন—আজ সন্ধ্যার সময় অবশ্যি অবশ্যি আমাদের বাড়ী যাস্ মা। বাড়ী চিনিস্ তো?

বিধবা—আপনার বাড়ী কে চেনে না মা!

সন্ধ্যার সময় কর্ত্তা অন্দরে জল খেতে এলে গিন্নী মেয়েটিকে দেখিয়ে বল্লেন—দেখ—আমার অম্বা-লিকার মত মুখখানি। আজ ছ'মাস হ'লো বিধবা হয়েছে কোলে এই খোকাটিকে নিয়ে। আমার অম্বালিকা আজ থাকলে এত বড় হোতো! কর্ত্তা—ওকে বাড়ীতে নিয়ে এসো, মেয়ের মত থাকবে। ছেলেটা বাঁচে তো ওর দুখ দূরে যাবে।

গিন্নী নিজে ওর বাড়ীতে এসে তার যা ছিল সব নিজের বাড়ীতে এনে একটা ঘর খালি ক'রে দিলেন। সেই ছেলে এখন কাননগো। ভদ্রলোক হা-নিশ্বাস ফেলে বল্লেন। জমিদারী বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে এই সব আশ্রয় চিরতরে লুপ্ত হ'লো। ১৯৫৫ অব্দ এই আশ্রয় লোপের জন্য যেমন নিন্দনীয় তেমনি ভারতের সহিত রুশনেতৃবৃন্দ, সৌদী, আরবের রাজা, নেপালের মহারাজা, ইন্দোনেশিয়ার ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট, ম্যাডাম সান ইয়েৎ সেন প্রভৃতি বিশ্বের বহু রাষ্ট্র প্রধানের ভ্রমণার্থে ভারতে শুভা-গমনের ফলে বিশ্বের জাতি সমূহের সহিত ভারতের মৈত্রী ও ঐক্য দৃঢ় হইয়াছে। বিশেষ করিয়া ভারত, চীন ও রুশিয়ার ঐক্য সমস্ত বিশ্বের বিস্মিত দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। এইরূপ ভাবে কাল চিরদিন সুখ ও দুঃখের খেলা খেলিয়া মহাকালের সহিত চিরতরে মিশিয়া যায়। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দ বিদায় লইবার মাত্র একদিন থাকিতে পশ্চিমবঙ্গের রাজ-ধানী কলিকাতা মহানগরীতে দুর্নীতি-পরায়ণ বহু ধনী এমন কি অনেক লক্ষপতি, কোটিপতি প্রত্যক্ষ শিল্পপতি ব্যবসায়ী এবং পরোক্ষে বে-আইনী ফাটকাবাজীর বিরাট গুপ্ত ঘাঁটী এবং যে টেলিফোন বিভাগ কেন্দ্রীয় ভারত সরকারের এলাকাধীন, তেমনি চোরা টেলিফোন বিভাগ খুলিয়া নিজেদের পাপ ব্যবসায় চালাইতেছিল, গত ৩০শে ডিসেম্বর শুক্রবার ও ৩১শে ডিসেম্বর শনিবার পুরাতন বৎসরের স্থিতিকালেই গোয়েন্দা পুলিশ প্রকাশ্যে সম্মানিত ও ভিতরে ভিতরে ফাটকাবাজদের ঘাঁটিতে হানা দিয়া সরকারের "সত্যমেব জয়তে" মহাবাক্যের আংশিক মহিমা প্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছে। গোপন ঘাঁটি হইতে বে-আইনী বলিয়া বর্ণিত ২৫৭টি ক্ষুদ্র বৃহৎ টেলিফোনের যন্ত্র, বহু পরিমাণ প্লাষ্টিকের টেলিফোনের তার, ২৫০টি ড্রাই সেলের বৈদ্যুতিক ব্যাটারী, যুদ্ধক্ষেত্রে মিলিটারীরা যেগুলি ব্যবহার করে সেই ধরণের পোর্টেবল টেলিফোন, বহু খাতা, পত্র ও কাগজ (কয়েক মণ) পুলিশ আটক করি-য়াছে। টেলিফোনের তারগুলি লম্বালম্বি টান দিলে দৈর্ঘ্যে প্রায় ৫।৬ মাইল হইবে। আমাদের এই প্রবন্ধ লেখার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যতগুলি গুণী ধরা পড়িয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যা ৭৯ জন হইবে। ধৃত ব্যক্তিদের অধিকাংশই অবাঙ্গালী ব্যবসায়ী। অনেক-গুলি নাম করা (কি জানি, তাঁহাদের নাম সংবাদ-পত্রে ছাপান হয় না কোন্ আইনানুসারে তাহা আমাদের অজ্ঞাত)। ১৯৫৫ অব্দ এই ঘটনা ঘটাইয়া ১৯৫৬ অব্দের হাতে ইহার পরিণতির ভার দিয়া মহাপ্রয়াণ করিয়াছে। ১৯৫৫ যাইবার কিছু-দিন পূর্ব্বে বাঙ্গলার সীমান্তে নির্য্যাতিত বঙ্গ সাহিত্যের এক সম্মিলনীর উদ্যোগ আয়োজন করিয়া মাদ্রাজ বাঙ্গলাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়া-ছেন। ৩১শে ডিসেম্বর (১৯৫৫) সেই **নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য** সম্মেলনে মাদ্রাজের রাজ্যপাল শ্রীশ্রীপ্রকাশ বলেন—সার্ব্বজনীন সাংস্কৃতিক ভাষা-রূপে বাঙ্গলা ভাষার মর্য্যাদা। বাঙ্গলা সাহিত্যের মধ্যেই ভারতের ঐক্য নিহিত। অন্যান্য প্রদেশের উপর বাঙ্গলার সৃজনী শক্তির প্রভাব অপরিসীম।

বাঙ্গালী ঋষি বঙ্কিমের "বন্দেমাতরম্" তাহার প্রমাণ। ইহা অতিশয়োক্তি নহে।

পুলিশের মিলিত বার্ষিক কুচকাওয়াজ

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কর্ত্তৃক পুলিশ বাহিনীর বিভিন্ন আধিকারিক এবং অন্যান্য ব্যক্তিদের পদক প্রদান উপলক্ষে ১৯৫৬ সালের ৮ই জানুয়ারী সকাল ৮টায় ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে পশ্চিমবঙ্গ এবং কলিকাতা পুলিশ বাহিনীর মিলিত বার্ষিক কুচ-কাওয়াজ হইবে। এই কুচকাওয়াজ দেখিবার জন্য জনসাধারণকে আমন্ত্রণ জানান হইতেছে।

—বে-সরকারী নোট

নব বর্ষের (১৯৫৬) শুভাগমন

—:•:—

১লা জানুয়ারী নব বর্ষের আগমনের শুভক্ষণ। ইংরাজী মতে ৩১শে ডিসেম্বর রাত্রি বারটার পর হইতে ১লা জানুয়ারী। আমাদের দেশে সূর্য্যোদয় (অরুণোদয় ?) দিবসের সূচনা করে। ভারতের মহামান্য নিখিল ভারত কংগ্রেস সভাপতি শ্রী ইউ, এন, ডেবর সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। পশ্চিম বাঙ্গলার প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ মহাশয়ের নিকট **পূজ্য পূজা ব্যতিক্রম** হইবার দুর্ঘটনা কখনও হইতে পায় নাই। বৎসর বৎসর মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিধানচন্দ্র রায় মহাশয়ের জন্মোৎসবে তিনি যে ভাবে এই অন্নবস্ত্রের অভাবী বাঙ্গলা দেশে বিপুল অর্থ সংগ্রহ করেন তাহার তুলনা নাই। সেই শ্রীঅতুল্য বাবু ১লা জানুয়ারী সকাল বেলা বিরাট শোভাযাত্রাসহ শ্রী ইউ, এন, ডেবরকে হ্যারিসন রোড, চিত্তরঞ্জন এভেন্যু, বহুবাজার ষ্ট্রীট, ওয়েলিংটন ষ্টীট হইয়া ওয়েলিংটন স্কোয়ারে লইয়া যান। তথায় শ্রী ডেবর জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। নব বর্ষের সূর্য্যোদয়ের অব্যবহিত পরেই তাঁহার দর্শনেচ্ছু জনগণ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভাপতির মত পুণ্যশ্লোকের মুখ দর্শন করিয়া নববর্ষাগমন সার্থক মনে করেন। বৈকাল ৪ টার সময় মনুমেণ্টের পাদদেশে এক বিরাট জনসভায় শ্রী ডেবর ভাষণ দেন। প্রাদেশিক কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ তাঁহার হস্তে একখানি চেক দিয়া ঘোষণা করেন যে—পশ্চিম বাঙ্গলা প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ হইতে তিনি শ্রী ডেবরের হস্তে লক্ষ টাকার একখানি চেক প্রদান করিলেন। পূজ্য পূজা কর্ম্মে লক্ষ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিতে তিনি সিদ্ধহস্ত। আমরা তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া তাঁহার নিকট জানিতে পারি নাই এ টাকা কে বা কাহারা দেন। জানিতে পারিলে আমরাও তাঁহাদের দ্বারে প্রার্থী না হইলেও "দাতা শতং জীবতু" বলিয়া এক বচনান্ত শুভেচ্ছা না করিয়া নামে নামে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতাম।

—

বদলী ও আগমন

জঙ্গিপুর প্রথম মুন্সেফী আদালতের মুন্সেফ শ্রীবিমলেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয় হাওড়া জেলার আমতায় বদলী হওয়ায় শ্রীসুধীরেন্দ্রমোহন গুহ মহাশয় উক্ত আদালতের কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীসত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় দ্বিতীয় মুন্সেফী আদালতের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা নবাগত মুন্সেফ মহোদয়দের সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু

বার্ষিক গঙ্গাসাগর মেলা

১৯৫৬ সালের ১৩ই হইতে ১৫ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত বার্ষিক গঙ্গাসাগর মেলা অনুষ্ঠিত হইবে। পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে যে মেলার সময় বা অব্যবহিত পরে মহামারী আকারে কলেরা বসন্তের প্রকোপ দেখা দেয়। সুতরাং মেলায় যাত্রার আগে সমস্ত যাত্রীর কলেরা ও বসন্তের টিকা লওয়া উচিত। উক্ত উভয় প্রকার টিকা লওয়া হইয়াছে এই মর্ম্মে স্বাস্থ্য কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রমাণপত্র না থাকিলে যাত্রিগণকে মেলাক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে নাও দেওয়া যাইতে পারে। সম্প্রতি এই উভয় প্রকার টিকা লওয়ার প্রমাণ পত্র যাঁহাদের নিকট থাকিবে তাঁহাদিগকে মেলাক্ষেত্রে পুনরায় টিকা লইতে হইবে না।

(প্রেস নোট)

তফসিলী উপজাতি ছাত্রদের বিনা বেতনে শিক্ষালাভ

আরও সরকারী অনুদান

১৯৫৫ সালে পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক স্তরে তফসিলী উপজাতি ছাত্রদের বিনা বেতনে শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করার জন্য পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা আধিকর্ত্তার হাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আরও ৭৪০০০৲ টাকা দিয়াছেন। (বে-সরকারী নোট)

পশ্চিমবঙ্গ ফ্লাওয়ার মিল্‌স্ নিয়ন্ত্রণ

আদেশ বাতিল

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৫৫ সালের পশ্চিমবঙ্গ ফ্লাওয়ার মিল্‌স্ (দেশজ গম সংগ্রহ সম্পর্কিত বিধি নিষেধ) নিয়ন্ত্রণ আদেশ বাতিল করিয়াছেন।

(প্রেস নোট)

কয়লার অভাব—রঘুনাথগঞ্জ সহরের জ্বালানী কয়লা বিক্রেতাগণের ডিপোতে কয়লা না থাকায় জনসাধারণের বিশেষ অসুবিধা হইয়াছে।

বিজ্ঞাপন

স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইতে পারে এইরূপ কয়েকটি দশম শ্রেণীর ছাত্রকে স্কুল, বোর্ডিং ও কোচিং ফ্রী দিয়া ভর্ত্তি করা হইবে। সম্পাদক, মির্জাপুর দ্বিজপদ হাই স্কুল, পোঃ গনকর, মুর্শিদাবাদ।

TENDER NOTICE.

Sealed tenders in prescribed form are invited for submission by 10-1-56 (2 P.M.) for laying $\frac{3}{4}''$ thick (consolidated) pre-mixed carpet on surface of the stone-metalled Roads at Raghunathganj and Jangipur, at a total estimated cost of Rs. 16,000/-. Specifications, plans and estimates are to be had of in the office of the undersigned on working days, copies of which must accompany all tenders. Tenders not in proper forms will be rejected. Tenders will be opened in the presence of such tenderers as will be present. No tender form will be issued on the date of submission of the tenders and the undersigned does not bind himself in accepting the lowest or any tender, without assigning any reason whatsoever.

Mukti Pada Chatterji,
Chairman, Jangipur Municipality.
4-1-56.

TENDER NOTICE.

Sealed tenders are invited for submission by 10. 1. 56. for repair of the Nimtita Station Road from Dihigram to Sadarghat with brick materials at an estimated cost of Rs. 8000/-. Particulars as to specifications, plan and estimate are to be had of in the office of the President, Nimtita Union Board.

Radha Nath Chaudhury,
President, Nimtita Union Boa[rd]

সি. কে. সেনের আর একটি

অনবদ্য সৃষ্টি

পুষ্পগন্ধে সুরভিত

ক্যাস্টর অয়েল

বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ গন্ধসারে সুবাসিত এই পরিস্রুত ক্যাস্টর অয়েল কেশের সৌন্দর্য্য বর্ধনে অনুপম।

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ

জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম: "আর্ট ইউনিয়ন" টেলিফোন: বড়বাজার ৪১২

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের

যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি

ও

ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের

যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ১৵০ এক টাকা এক আনা।

সোল এজেণ্ট ঃ— **ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত